রমা গুহ প্রযোজিত

অবিচার

রঙীন

বিশ্বজিৎ পরিচালিত

রমা চিত্র মন্দিরের প্রথম নিবেদন

অবিচার

(রঙীন)

প্রযোজনা : রমা গুহ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী

কাহিনী : শ্রীদেব ॥ সংলাপ : ইন্দ্রজিৎ সেন ॥ গীতিকার : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার ॥ সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী ॥ রূপসজ্জা : ভীম নস্কর ও ব্রজেন দাস ॥ চিত্র গ্রহণে : মনীষ দাসগুপ্ত ॥ দৃশ্যসজ্জা : সুরথ দাস ॥ ব্যবস্থাপনা : কানাই লাল ॥ পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও বলাকা ॥ প্রচার : ধীরেন মল্লিক।

সঙ্গীত পরিচালনা : উষা খান্না

নেপথ্য কণ্ঠে :

বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী, চন্দ্রানী মুখার্জী, সুমিত্রা লাহিড়ী।

নবরঙ ষ্টুডিওতে গানের রেকর্ডিং।

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : দুলাল দে, সুপ্রিয় সিন্‌হা, সুধাংশু গাঙ্গুলী ॥ চিত্র গ্রহণে : শংকর গুহ ॥ রূপসজ্জা : অজিত মণ্ডল ॥ ব্যবস্থাপনায় : সুধাংশু চ্যাটার্জী ॥ সম্পাদনা : জয়দেব।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বশ্রী তপন গুহ, শম্ভু প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অনিল গুহ, সুবর্ণপ্রভা গুহ, জ্যোৎস্না গুহ, অমল রায়চৌধুরী, পম্পা রায়চৌধুরী, সুভাষ গাইন, অলোক ঘোষ, স্বপন গুহ।

রূপায়ণে :

বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী ও অপর্ণা সেন

বিকাশ রায়, অরিন্দম, শেখর চ্যাটার্জী, মুন্না, পদ্মা দেবী, গৌরী ভার্মা, বেবী পিংকি, দেবযানী, বীরেন চ্যাটার্জী, জলি, অমল, পলি, রাপী, অলক, শম্ভু ভট্টাচার্য, জ্যাম বরুয়া, পার্থ গুহ ও আরো অনেকে।

টেকনিসিনান ষ্টুডিও ও নিউ থিয়েটার্স ১নং ও ২নং ষ্টুডিওতে গৃহীত। ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ ও টেকনিসিয়ান্ ষ্টুডিওতে ডাবিং গৃহীত। ফিল্ম সার্ভিস-এ সম্পাদিত এবং জেমিনি কলার ল্যাবরেটরীজ (মাদ্রাজ) এ পরিস্ফুটিত।

বিশ্ব পরিবেশনায় :

লালী ফিল্মস্

কলিকাতা-৬৯

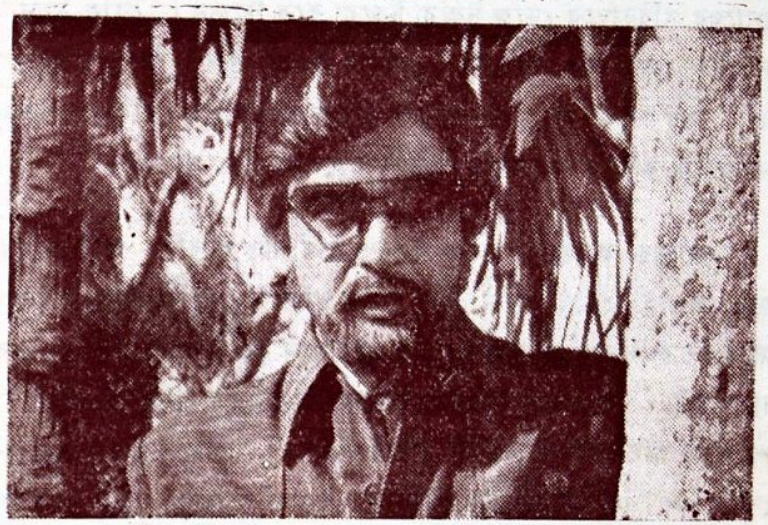

রঙীন ছবি

অবিচার

(কাহিনী)

রূপমতী গ্রামের অতি সাধারণ যুবক ছিল দেবনাথ। অভাবের মধ্যেও স্ত্রী মল্লিকা, মেয়ে রাখী ও বোন নয়নকে নিয়ে সুখেই ছিল। মনের শান্তি ছিল তাদের পরম সম্পদ। নানা রকম দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকলেও দেবনাথ কোনদিন অন্যায় বা অবিচারের কাছে মাথা নীচু করেনি। বরং পালক পিতা, নটরাজের পূজারীর শিক্ষানুসারে, মিথ্যে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে সব সময়েই।

সেই দেবনাথ একজন বড়লোকের প্রাণ বাঁচানোর সুবাদে কলকাতায় চাকরী পেলো। স্ত্রী ও মেয়েকে পূজারীর কাছে রেখে বোন নয়নকে নিয়ে চলে এলো কলকাতায়—দুচোখে নতুন স্বপ্ন নিয়ে কাজ শুরু করল দেবনাথ। কিন্তু বড়লোক মিত্র সাহেব ছিলেন অন্ধকার জগতের মানুষ। রতন লাল ও রোশনলালকে নিয়ে তার কালো জগতের কাজ কারবার চলত। দেবনাথকে অবলম্বন করে তিনি পুলিশের চোখে ফাঁকি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেবনাথ একদিন সমস্ত কিছু জানতে পেরে প্রতিবাদ জানালো—পুলিশে খবর দেবার জন্যে ছুটে গেল। রাগে অন্ধ হয়ে মিত্র সাহেব প্রতিশোধ নিতে

দেবনাথের পরিবারকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিলেন। বোন নয়ন মারা গেল, স্ত্রী ও মেয়ে হলো গৃহহারা – দেবনাথ জানল ওরাও আগুনে পুড়ে মারা গেছে। শুধু তাই নয়, দেবনাথকে মিথ্যে অভিযোগে জেলেও পাঠালেন। প্রাণদাতাকে কৃতজ্ঞতার পুরস্কার দিলেন বড়লোক মিত্র সাহেব।

অন্যায়ের কাছে দেবনাথ কখনও মাথা নত করেনি– তাই অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে জেল ভেঙ্গে পালাল সে। ওদিকে মল্লিকা তার মেয়েকে নিয়ে আশ্রয় পেয়েছিলো এক মুসলমান বৃদ্ধার কাছে, তিনিও একদিন মারা গেলেন। বাধ্য হয়ে মল্লিকা মেয়েকে নিয়ে ফিরে এলো রূপমতী গাঁয়ে। আশা করে, যদি কোনদিন স্বামী ফিরে আসেন! এদিকে কলকাতায় বিরাট ব্যবসায়ী এল, এম, আচারিয়ার আবির্ভাবে বড়লোক মহলে সাড়া পড়ে গেল – কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে দুটি দুর্ঘটনা মিত্র সাহেবকে কলকাতা ছেড়ে পালাতে বাধ্য করল। অদ্ভুতভাবে রতন ও রোশন খুন হলো। সেই আচারিয়াকে দেখা গেল রূপমতী গ্রামে। গ্রামের উন্নতির জন্য তিনি কিছু করতে চান— সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল তরুণ ডাক্তার উদয়। সে ডাক্তারী পাশ করার পর গাঁয়ে এসেছে গরীবদের সেবা করবার জন্যে। উদয়ের মারফৎ তার বান্ধবী রাখীর সাথে আলাপ হলো আচারিয়ার। উদয়ের সাথে রাখীর বিয়ের সমস্ত কিছু ঠিক - আচারিয়া সাহেব মনে মনে খুশী হলেও যখন জানতে পারলেন উদয়ের বাবা আর কেউ নয়, মিত্র সাহেব। তখন তিনি মল্লিকাকে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে বললেন। রাজী হলো না মল্লিকা বরং সন্দেহ করলো আচারিয়াকে বিনা কারণে ওদের ব্যাপারে মাথা গলানোর জন্যে।

শেষ পর্যন্ত কি উদয় আর রাখীর বিয়ে হবে?
কিন্তু দেবনাথ……!
দেবনাথের কোন খোঁজ কি পাওয়া যাবে না?
মিত্র সাহেবের অবিচারের কি বিচার হবে?
সব প্রশ্নের জবাব দেবে সামনের রূপালী পর্দা!!!!

(এক)

কথা : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
সুর : উষা খান্না
শিল্পী : চন্দ্রানী মুখার্জী

সত্যম শিবম সুন্দরম
সত্যম শিবম সুন্দরম
প্রভু তবে কি আজ নিভে গেছে
তোমার ঐ তিনটি চোখের তিনটি জ্যোতি
সত্যম শিবম সুন্দরম ॥
মন্ত্র আছে তার শক্তি তো নেই
হৃদয় আছে তার ভক্তি তো নেই
প্রাণের সিংহাসন আজ ছেড়ে
কোথায় আছ বিশ্বপতি—

গান

আঁধার হয়ে থাকবে কি গো
তোমার ঐ বসুমতি—
সত্যম শিবম সুন্দরম

তোমার ত্রিশূল দেখেও কাঁপে নাতো
বিবেক কারো আজ
আজ চারিদিকে দ্বন্দ্ব আর মিথ্যে অবিচার
তোমার ত্রিশূল দেখেও কাঁপে নাতো
বিবেক কারো আজ—

স্বার্থে এ মন বন্ধ যে আজ
পাপে দু'চোখ অন্ধ যে আজ
তুমি তো পথ তুমি দিশা অগতির গতি
আঁধার হয়ে থাকবে কি গো তোমার ঐ বসুমতি
সত্যম শিবম সুন্দরম
প্রভু তবে কি আজ নিভে গেছে
তোমার ঐ তিনটি চোখের তিনটি জ্যোতি
সত্যম শিবম সুন্দরম

(দুই)

কথা : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার

সুর : উষা খান্না

শিল্পী : বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

ছোট বেলায় আমার সোনা বোনটি
স্বপ্ন দেখতো ঘুমের ঘোরে
রাজপুত্তুর পক্ষীরাজে চড়ে
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে আসছে ছুটে
বীরেরই বেশ ধরে
ছোট বেলায় আমার সোনা বোনটি
টোপর পরা বর আসবে বাজবে সানাই
তারপরে সেই বোনটি আমার মাথায় সিঁদুর পরে
বিদায় নিয়ে বলবে আমায় সোনার দাদাভাই
ছিলে আপন পর কেন আজ হ'লে
পরের ঘরে যাচ্ছি আমি চলে।

(তিন)

কথা : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার

সুর : উষা খান্না

শিল্পী : বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

তুমি আমি দুজনে আজ এক হয়ে যে মিশে যাই
এমনি করে চিরদিন তোমায় যেনো কাছে পাই
তুমি আমি দুজনে আজ এক হয়ে যে মিশে যাই
নীলাঞ্জনা আকাশটাতে সোনালী রোদ মাখা
স্বপ্ন যে ঐ আঁকা
দূরে কোথায় হারিয়ে যেতে মন যে মেলে পাখা
মন যে মেলে পাখা
ভালোবাসার আলো আশায় তোমায় ভরে দিতে চাই
এমনি করে চিরদিন তোমায় যেনো কাছে পাই
তুমি আমি দুজনে আজ এক হয়ে যে মিশে যাই
যেমন ভ্রমর ফুলকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাসে
ফুলকে ভালোবাসে
তেমনি যেনো তোমার হয়ে থাকি তোমার পাশে
থাকি তোমার পাশে
এই তো জানি তুমি আছ আমিও যে আছি—
তাই—
এমনি করে চিরদিন তোমায় যেনো কাছে পাই
তুমি আমি দু'জনে আজ এক হয়ে মিশে যাই
এক হয়ে যে মিশে যাই—

(চার)

কথা : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার

সুর : উষা খান্না

শিল্পী : সুমিত্রা লাহিড়ী

সাবধান—
একটু দেখেশুনে পথ চল অন্ধকারে
কোথায় কখন কি হতে পারে
সাবধান—সাবধান—সাবধান
একটু দেখেশুনে পথ চল অন্ধকারে
সামনে কি আছে কেউ কি জানে
নিয়তি কোথায় কাকে টানে, কেউ কি জানে
সামনে কি আছে কেউ কি জানে
নিয়তি কোথায় কাকে টানে, কেউ কি জানে
দেখবে সেই তো শেষে কাঁটা
ভাবছো ফুল তুমি যারে
সাবধান—সাবধান—সাবধান
একটু দেখেশুনে পথ চলো অন্ধকারে
কখন কি হবে কেউ কি ভাবে বলো
কখন কি হবে কেউ কি ভাবে
কোথায় যেতে গিয়ে কোথায় যাবে
কেউ কি ভাবে
দেখছো যে মুখে তুমি হাসি
সেই তো বুকে ছুরি মাহে
সাবধান—সাবধান—সাবধান
একটু দেখেশুনে পথ চলো অন্ধকারে
কোথায় কখন কি হতে পারে
সাবধান—সাবধান—সাবধান
একটু দেখেশুনে পথ চলো অন্ধকারে

আগামী আকর্ষণ !

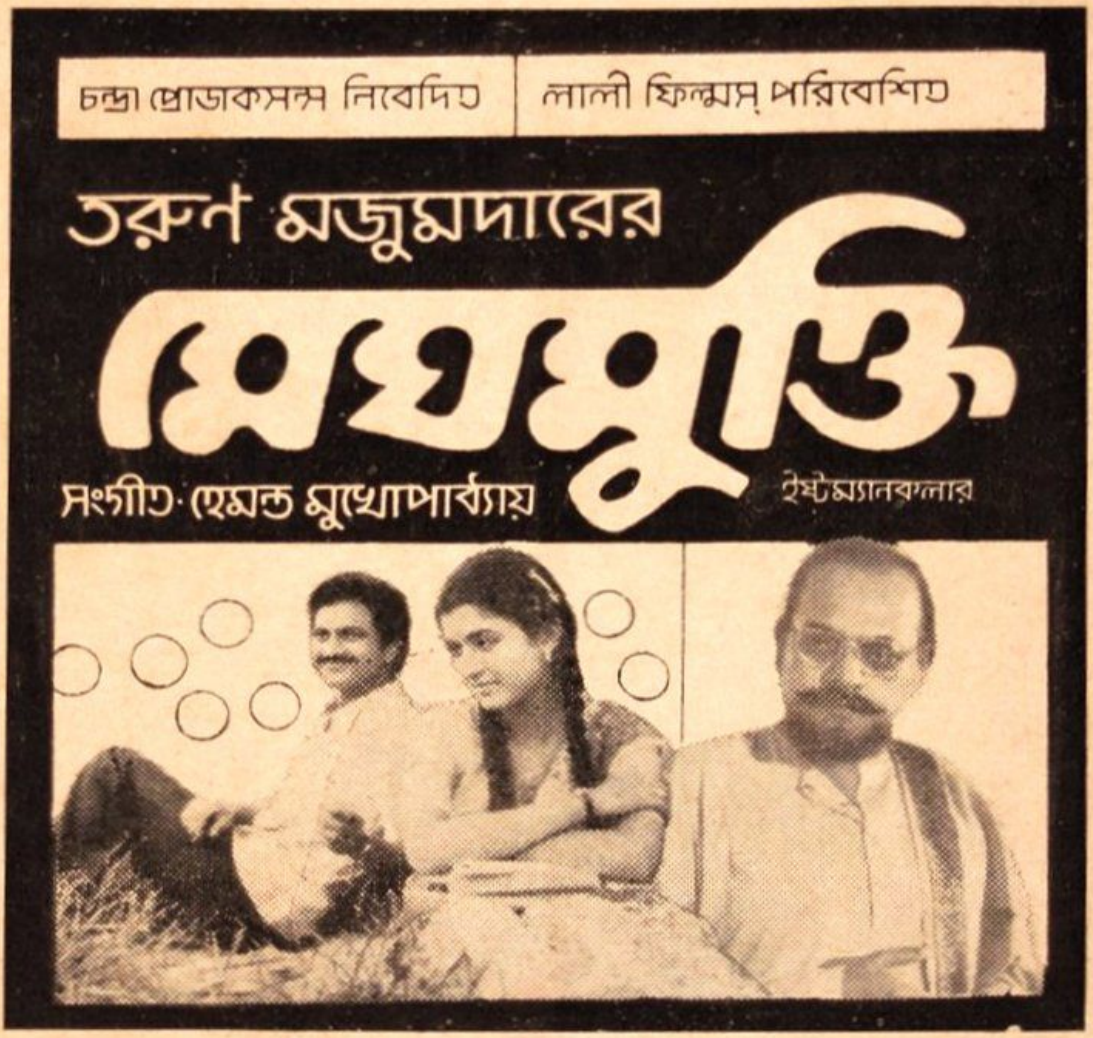

Printed by Universal Process 77/2, Lenin Sarani, Calcutta-700013